বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর

বার্ষিক অডিট রিপোর্ট

রিপোর্টের সন ঃ ২০১৬ - ২০১৭

অর্থ মন্ত্রণালয়

[অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা কার্যালয়ের ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের হিসাব সম্পর্কিত]

স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ - ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর

বার্ষিক অডিট রিপোর্ট

রিপোর্টের সন ঃ ২০১৬ - ২০১৭

প্রথম খণ্ড

অর্থ মন্ত্রণালয়

অর্থ বছর ঃ ২০১৫-২০১৬

স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ - ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

সূচিপত্র

ক্রঃ নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
১	মুখবন্ধ	
২	প্রথম অধ্যায়	১
৩	অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ	৩-৪
	অডিট বিষয়ক তথ্য	৫
	ম্যানেজমেন্ট ইস্যু	৫
	অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ	৫
	অডিটের সুপারিশ	৫
৪	দ্বিতীয় অধ্যায় (অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)	৭-২৭
৫	মহাপরিচালকের স্বাক্ষর	২৭
৬	অনুচ্ছেদ ভিত্তিক পরিশিষ্ট	দ্বিতীয় খণ্ড

মুখবন্ধ

১। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ - ১২৮(১) অনুযায়ী বাংলাদেশের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাবসমূহ এবং সকল আদালত, সরকারি কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীর হিসাব নিরীক্ষা করার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত।

২। অর্থ মন্ত্রণালয়, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর) ঢাকা অফিসের ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের আর্থিক কার্যক্রমের ওপর স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে নিরীক্ষাপূর্বক এ প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকারি সম্পদ ও অর্থ আদায়ের ক্ষেত্রে চিহ্নিত গুরুত্বপূর্ণ অনিয়মসমূহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনের নজরে আনয়ন করাই এ নিরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য।

৩। নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানসমূহের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, সরকারি অর্থ আদায়ে প্রচলিত বিধি-বিধান পরিপালন, একই ধরণের অনিয়মের পূনরাবৃত্তি না ঘটানো ও পূর্ববর্তী নিরীক্ষার সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন না করা বিষয়ে কর্তৃপক্ষের মনোনিবেশ করার প্রয়োজনীয়তা এ প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হয়েছে।

৪। এ প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত ১৯ টি অনুচ্ছেদে বর্ণিত অনিয়মসমূহ অফিস প্রধানসহ সংশ্লিষ্ট বিভাগের মূখ্য হিসাবদানকারী কর্মকর্তা বরাবর উপস্থাপন করা হয়েছে এবং প্রাপ্তি সাপেক্ষে তাঁদের লিখিত জবাব বিবেচনাপূর্বক এ প্রতিবেদন চূড়ান্ত করা হয়েছে।

৫। এ নিরীক্ষা সম্পাদন ও প্রতিবেদন প্রণয়নে বাংলাদেশের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কর্তৃক জারিকৃত Government Auditing Standards অনুসরণ করা হয়েছে।

৬। জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ - ১৩২ অনুযায়ী এ নিরীক্ষা প্রতিবেদন মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

তারিখ ঃ ১৭ আশ্বিন ১৪২৬ বঙ্গাব্দ
০২-১০-২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ

(মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী)
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল
বাংলাদেশ

প্রথম অধ্যায়
(অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু)

অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ

অনুচ্ছেদ নং	শিরোনাম	জড়িত টাকার পরিমাণ	পৃষ্ঠা নম্বর
১	শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর অনুমোদন সীমার অতিরিক্ত দাবিকৃত ব্যয় এবং অননুমোদনযোগ্য খরচ মোট আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ কম প্রদান।	৫৫,১৭,৮৫,৯৯৬/-	৯
২	রবি আজিয়াটা লিমিটেড এর অননুমোদনযোগ্য খরচকে আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ কম প্রদান।	৫৩,০৫,৭৫,২০০/-	১০
৩	ডাচ বাংলা ব্যাংক লিমিটেড কর্তৃক অতিরিক্ত প্রফিট ট্যাক্স বাবদ কম প্রদান ।	২৪,৬৮,৭৯,৭৫৭/-	১১
৪	নেস্লে বাংলাদেশ লিমিটেড এর অননুমোদনযোগ্য ব্যয় আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর ও সরল সুদ বাবদ কম ধার্য।	১২,৭৯,২১,১৪২/-	১২
৫	আমেরিকান লাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানী, বাংলাদেশ এর অনুমোদন সীমার অতিরিক্ত দাবিকৃত ব্যয় মোট আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ কম প্রদান।	১২,২৩,৩৩,৩৬১/-	১৩
৬	সিমেক্স সিমেন্ট বাংলাদেশ লিমিটেড কর্তৃক প্রকৃত রাজস্ব প্রাপ্তি অপেক্ষা কম প্রাপ্তি দেখিয়ে নীট লাভ কম দেখানো এবং অননুমোদনযোগ্য খরচ মোট আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ কম প্রদান।	২৩,৫৮,৬৩,১৫০/-	১৪
৭	ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড এর অননুমোদনযোগ্য খরচ মোট আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ কম ধার্য।	৭,৪৩,২১,৮৭৭/-	১৫
৮	ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর অনুমোদন সীমার অতিরিক্ত দাবিকৃত ব্যয় এবং অননুমোদনযোগ্য খরচ মোট আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ কম ধার্য।	৬,৯৫,৬৮,১৭৪/-	১৬
৯	নোভার্টিস বাংলাদেশ লিমিটেড এর অননুমোদনযোগ্য ব্যয় আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ কম ধার্য।	৪,১৮,২০,৫৩৮/-	১৭
১০	সাউথ ইষ্ট ব্যাংক লিমিটেড এর অননুমোদনযোগ্য খরচ মোট আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ কম ধার্য।	৪,২৫,৯৩,৪৬১/-	১৮
১১	মেঘনা সিমেন্ট মিলস লিমিটেড এর অননুমোদনযোগ্য খরচ মোট আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ কম ধার্য।	৩,৭৩,৩৫,২৭৩/-	১৯
১২	আকিজ সিমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড এর অনুমোদন সীমার অতিরিক্ত দাবিকৃত ব্যয় মোট আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর কম ধার্য।	২,০০,৭৫,৮৬০/-	২০
১৩	যমুনা ব্যাংক লিমিটেড এর অনুমোদন সীমার অতিরিক্ত দাবিকৃত ব্যয় মোট	২,০৭,৮৯,৩৮৭/-	২১

অনুচ্ছেদ নং	শিরোনাম	জড়িত টাকার পরিমাণ	পৃষ্ঠা নম্বর
	আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ কম প্রদান।		
১৪	মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড এর অনুমোদন সীমার অতিরিক্ত দাবিকৃত ব্যয় মোট আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ কম প্রদান।	২,২০,৫৩,২৬৪/-	২২
১৫	সানোফি এভেনটিস (বাংলাদেশ) লিমিটেড এর অনুমোদন সীমার অতিরিক্ত ব্যয় মোট আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ কম প্রদান।	৯৭,৩৫,৫৩৪/-	২৩
১৬	সিটি ব্যাংক এন,এ এর অননুমোদনযোগ্য খরচ মোট আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ কম ধার্য।	৬৬,৯৬,০০৭/-	২৪
১৭	মেঘনা লাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড এর অননুমোদনযোগ্য খরচ মোট আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ কম ধার্য।	৫৪,১৮,০৭৫/-	২৫
১৮	কন্টিনেন্টাল ইন্সুরেন্স লিমিটেড এর অননুমোদনযোগ্য খরচ মোট আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ কম ধার্য।	৫৪,৯৯,৮১৯/-	২৬
১৯	মদিনা সিমেন্ট ইন্ডাঃ লিমিটেড কর্তৃক নীট আয়ের উপর নির্ধারিত হারের চেয়ে কম হারে আয়কর নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ কম প্রদান।	২৯,২৬,০৫২/-	২৭
সর্বমোট	দুইশত সতের কোটি একচল্লিশ লক্ষ একানব্বই হাজার নয়শত সাতাশ টাকা মাত্র	২১৭,৪১,৯১,৯২৭/-	

অডিট বিষয়ক তথ্য

নিরীক্ষা অর্থ বছর	ঃ	**২০১৫-২০১৬**
নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান	ঃ	বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় ।
নিরীক্ষার প্রকৃতি	ঃ	এনটিটি ওয়াইড নিরীক্ষা।
নিরীক্ষার সময়	ঃ	৩০/০৪/২০১৭ খ্রিঃ হতে ২১/০৬/২০১৭ খ্রিঃ পর্যন্ত
নিরীক্ষা পদ্ধতি	ঃ	▪ বিশ্লেষণাত্মক (Analytical) ▪ আয়কর নির্ধারণী প্রক্রিয়ার অডিট (Assessment Audit) ▪ দৈবচয়ন প্রক্রিয়ায় নমুনায়নের মাধ্যমে নমুনা নির্ধারণ। ▪ বাস্তব জিজ্ঞাসার মাধ্যমে তথ্যাদি সংগ্রহ। ▪ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে মতামত গ্রহণ।
অডিট রিপোর্ট প্রণয়নে সার্বিক তত্ত্বাবধান	ঃ	মহাপরিচালক, স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর।
ম্যানেজমেন্ট ইস্যু	ঃ	▪ অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা (Internal Audit) কার্যক্রমের আওতা বৃদ্ধি করা। ▪ পূর্ববর্তী নিরীক্ষার সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নে উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করা।
অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ	ঃ	▪ বাণিজ্যিক ব্যাংক, ইন্সুরেন্স এবং কোম্পানীগুলো কর্তৃক আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ১৬(সি), ১৯(১), ২৯, ৩০, ৩০জি, ৩০জে, ৩৩(ই), ৫২ এবং আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর বিধি ৬৫(সি) এর ব্যত্যয়। ▪ অনুমোদনযোগ্য সীমার অতিরিক্ত খরচ দাবি করা। ▪ প্রযোজ্য হার অপেক্ষা কম হারে করারোপ। ▪ প্রকৃত প্রাপ্তি অপেক্ষা কম প্রাপ্তি প্রদর্শন।
অডিটের সুপারিশ	ঃ	▪ বাণিজ্যিক ব্যাংক, ইন্সুরেন্স কোম্পানীগুলো কর্তৃক আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ১৬(সি), ১৯(১), ২৯, ৩০, ৩০জি, ৩০জে, ৩৩(ই), ৫২ এবং আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর বিধি ৬৫(সি) অনুযায়ী বিধি বিধান নিশ্চিত হয়ে কর নির্ধারণ কাজ সম্পন্ন করা। ▪ অনুমোদনযোগ্য সীমার অতিরিক্ত ব্যয় অনুমোদন না করা। ▪ প্রযোজ্য হার অপেক্ষা কম হারে করারোপ না করা। ▪ প্রকৃত প্রাপ্তি অপেক্ষা কম প্রাপ্তি প্রদর্শন বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে মোট আয় নির্ধারণ করা।

দ্বিতীয় অধ্যায়
(অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)

অনুচ্ছেদ নং - ১।

শিরোনাম ঃ **শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর অনুমোদন সীমার অতিরিক্ত দাবিকৃত ব্যয় এবং অননুমোদনযোগ্য খরচ মোট আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ কম প্রদান ৫৫,১৭,৮৫,৯৯৬/- টাকা।**

বিবরণ ঃ কর কমিশনারের কার্যালয়, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা এর ২০১৫-২০১৬ আর্থিক সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর কর নথি ও বার্ষিক নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী ও রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অনুমোদন সীমার অতিরিক্ত দাবিকৃত ব্যয় এবং অননুমোদনযোগ্য খরচ মোট আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ ৫৫,১৭,৮৫,৯৯৬/- টাকা কম প্রদান করা হয়েছে।

[বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট "০১" দ্রষ্টব্য।]

অনিয়মের কারণ ঃ করদাতা কোম্পানী কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত বার্ষিক প্রতিবেদনের নোট - ২৭: বোনাস বাবদ খরচ দাবি করা হয় ৩০,২৬,২৮,৪৮১/- টাকা এবং মূল বেতন বাবদ খরচ দাবি করা হয় ৭১,৯৭,৪০,২৪৩/- টাকা। মূল বেতন ভিত্তিতে মাসিক বেতন দাঁড়ায় (৭১,৯৭,৪০,২৪৩ ÷ ১২)= ৫,৯৯,৭৮,৩৫৪/- টাকা। মাসিক বেতনের ভিত্তিতে দুইটি উৎসব বোনাস বাবদ প্রকৃত খরচ ১১,৯৯,৫৬,৭০৮/- টাকা। অবশিষ্ট (৩০,২৬,২৮,৪৮১ -১১,৯৯,৫৬,৭০৮) = ১৮,২৬,৭১,৭৭৩/- টাকা ইনসেনটিভ বোনাস বাবদ খরচ দাবি হিসাবে বিবেচিত। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৩০(জে) ধারা অনুযায়ী কোম্পানীর নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণীর প্রদর্শিত মুনাফার ১০% হারে ইনসেনটিভ বোনাস অনুমোদনযোগ্য ৮,১৩,৪৮,৯৯২/- টাকা। সুতরাং অনুমোদন সীমার অতিরিক্ত দাবি ১০,১৩,২২,৭৮১/- টাকা কোম্পানীর অন্যান্য আয় হিসাবে মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।

বার্ষিক প্রতিবেদনের নোট - ৩৭ যাকাত খাতে ব্যয় দাবি ৯,২৯,৯৩,৫৯০/- টাকা, যা অব্যবসায়িক খরচ হিসাবে বিবেচিত বিধায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ২৯ ধারা অনুযায়ী অনুমোদনযোগ্য নয়, যা মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।

বার্ষিক প্রতিবেদনের নোট - ৩৯ এ Provision for Classified Investment খাতে ১৫২,৫০,০০,০০০/- টাকা এবং Provision for Investment in Securities খাতে ৩,২৫,০০,০০০/- টাকা, সর্বমোট ১৫৫,৭৫,০০,০০০/- টাকা প্রভিশন দাবি করা হয়। দাবিকৃত প্রভিশন প্রকৃত খরচ নয়, অনুমিত খরচ যা আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ২৯ ধারা মোতাবেক অননুমোদনযোগ্য বিধায় মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।

ফলাফল ঃ আয়কর কম প্রদান।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ অর্থ মন্ত্রণালয়, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের পত্র নং - ০৮.০০.০০০০..০৪২.০১.০০৬.১৭.২৮-৩৯৯, তারিখ ঃ ৩০/০১/২০১৮ খ্রিঃ এর সর্বশেষ জবাবে জানানো হয় যে, ৮২বিবি ধারায় দাখিলকৃত আয়কর রিটার্নটি অডিটের জন্য অনুমোদন জ্ঞাপন করা হয়েছে। উত্থাপিত আপত্তিসমূহ আইনানুগভাবে বিবেচনাপূর্বক বিধিবদ্ধ সময়সীমার মধ্যে কর মামলাটি নিষ্পত্তি করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ কর মামলা দ্রুত নিষ্পত্তিকরতঃ আপত্তিকৃত টাকা আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ আয়কর বাবদ কম প্রদানকৃত টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং - ২।

শিরোনাম	ঃ	**রবি আজিয়াটা লিমিটেড কর্তৃক ব্যবসা বহির্ভুত খরচকে আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ কম প্রদান ৫৩,০৫,৭৫,২০০/- টাকা।**
বিবরণ	ঃ	কর কমিশনারের কার্যালয়, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা এর ২০১৫-২০১৬ আর্থিক সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে রবি আজিয়াটা লিমিটেড এর আয়কর নথি, বার্ষিক নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী ও রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অননুমোদনযোগ্য খরচকে আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ ৫৩,০৫,৭৫,২০০/- টাকা কম প্রদান করা হয়েছে। [বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট "০২" দ্রষ্টব্য।]
অনিয়মের কারণ	ঃ	করদাতা কোম্পানী কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত বার্ষিক প্রতিবেদনে নোট - ৩১ এ ডিস্ট্রিবিউশন এক্সপেন্স হেডেঃ Subsidy on Acquisition (VAT & SD on SIM) বাবদ ১১৭,৯০,৫৬,০০০/- টাকা খরচ দাবি করা হয় যা সিম কার্ডের ট্যারিফ মূল্যের উপর ভর্তুকি বাবদ যে ভ্যাট ও সম্পূরক শুল্ক প্রদান করা হয়েছে, সেই পরিমাণ টাকা উক্ত খরচ হিসাবে দাবি করা হয়েছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশ নং- জারাবো/কর-৭/অঃআঃবি/০৪/২০০৫ তারিখ ঃ ১৫/০২/২০০৬ খ্রিঃ অনুযায়ী দাবিকৃত এ খরচ অননুমোদনযোগ্য। উক্ত খরচ ভোক্তাদের দায় বিধায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ২৯ ধারা অনুযায়ী ব্যবসায়িক খরচ নয়, যা অন্যান্য আয় হিসাবে মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।
ফলাফল	ঃ	আয়কর কম প্রদান।
অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব	ঃ	অর্থ মন্ত্রণালয়, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের পত্র নং - ০৮.০০.০০০০..০৪২.০১.০০৬.১৭.২৮-৩৯৯, তারিখ ঃ ৩০/০১/২০১৮ খ্রিঃ এর সর্বশেষ জবাবে জানানো হয় যে, ৮২বিবি ধারায় দাখিলকৃত আয়কর রিটার্নটি জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ঢাকায় প্রেরণ করা হয়েছে। অনুমোদন প্রাপ্তির পর উত্থাপিত আপত্তিসমূহ আইনানুগভাবে বিবেচনাপূর্বক বিধিবদ্ধ সময়সীমার মধ্যে কর মামলাটি নিষ্পত্তি করা হবে।
নিরীক্ষা মন্তব্য	ঃ	কর মামলা দ্রুত নিষ্পত্তিকরতঃ অডিট আপত্তিকৃত টাকা আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।
নিরীক্ষার সুপারিশ	ঃ	আয়কর বাবদ কম প্রদানকৃত টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং - ৩।

শিরোনাম ঃ **ডাচ বাংলা ব্যাংক লিমিটেড কর্তৃক অতিরিক্ত মুনাফা কর বাবদ ২৪,৬৮,৭৯,৭৫৭/- টাকা কম প্রদান করায় আর্থিক ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ কর কমিশনারের কার্যালয়, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা এর ২০১৫-২০১৬ আর্থিক সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে ডাচ বাংলা ব্যাংক লিমিটেড এর কর নথি ও বার্ষিক নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী ও রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, রিটার্নে প্রদর্শিত মুনাফা, ব্যালেন্স শীটে পরিশোধিত মূলধন (Paid up Capital) ও স্ট্যাটুউটরি রিজার্ভের ৫০% এর অধিক হওয়া সত্ত্বেও অতিরিক্ত মুনাফা কর ২৪,৬৮,৭৯,৭৫৭/- টাকা কম প্রদান করা হয়েছে।

[বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট "৩ " দ্রষ্টব্য।]

অনিয়মের কারণ ঃ আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ১৬সি অনুযায়ী রিটার্নে প্রদর্শিত মুনাফা, ব্যালেন্স শীটে পরিশোধিত মূলধন (Paid up Capital) ও স্ট্যাটুউটরি রিজার্ভের ৫০% এর যে পরিমাণ অতিরিক্ত হয়, উহাই অতিরিক্ত প্রফিট। অতিরিক্ত প্রফিটের উপর আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ১৬সি মোতাবেক সংশ্লিষ্ট কর বছরে ধার্যকৃত করের বাহিরে ১৫% হারে অতিরিক্ত মুনাফা কর পরিশোধের বিধান রাখা হয়েছে। এক্ষেত্রে উক্ত বিধান অনুযায়ী অতিরিক্ত মুনাফা কর বাবদ ২৪,৬৮,৭৯,৭৫৭/- টাকা কম প্রদান করা হয়েছে।

ফলাফল ঃ আয়কর কম প্রদান।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ অর্থ মন্ত্রণালয়, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের পত্র নং - ০৮.০০.০০০০..০৪২.০১.০০৬.১৭.২৮-৩৯৯, তারিখ ঃ ৩০/০১/২০১৮ খ্রিঃ এর সর্বশেষ জবাবে জানানো হয় যে, ৮২বিবি ধারায় দাখিলকৃত আয়কর রিটার্নটি অডিটের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড হতে অনুমোদন জ্ঞাপন করা হয়েছে। উত্থাপিত আপত্তিসমূহ আইনানুগভাবে বিবেচনাপূর্বক বিধিবদ্ধ সময়সীমার মধ্যে কর মামলাটি নিস্পত্তি করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ কর মামলা দ্রুত নিস্পত্তিকরতঃ অডিট আপত্তিতে জড়িত টাকা আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ আয়কর বাবদ কম প্রদানকৃত টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং - ৪।

শিরোনাম ঃ **নেস্‌লে বাংলাদেশ লিমিটেড এর অননুমোদনযোগ্য ব্যয় আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর ও সরল সুদ বাবদ কম ধার্য ১২,৭৯,২১,১৪২/- টাকা।**

বিবরণ ঃ কর কমিশনারের কার্যালয়, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা এর ২০১৫-২০১৬ আর্থিক সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে নেস্‌লে বাংলাদেশ লিমিটেড এর কর নথি, বার্ষিক নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী ও রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অননুমোদনযোগ্য ব্যয় আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর ও সরল সুদ বাবদ ১২,৭৯,২১,১৪২/- টাকা কম ধার্য করা হয়েছে।
[বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট "৪" দ্রষ্টব্য।]

অনিয়মের কারণ ঃ করদাতা কোম্পানী কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত বার্ষিক প্রতিবেদনে নোট - ১৯ ডিস্ট্রিবিউশন এক্সপেন্স বাবদ ১২,৩৯,৫১,৮৯৫/- টাকা খরচ দাবি করা হয়। উক্ত খরচের উপর আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৫২ ধারা অনুযায়ী উৎসে আয়কর কর্তন করা হলেও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং-২৫/মূসক/২০১৩, তারিখ ঃ ০৬/০৬/২০১৩ খ্রিঃ এবং সাধারণ আদেশ নং-০৩/মূসক/২০১৪, তারিখ ঃ ০৫/০৬/২০১৪ খ্রিঃ এর সেবা কোড এস - ০৪৮.০০ অনুযায়ী ৪.৫% এবং ৭.৫% হারে উৎসে মূসক কর্তনযোগ্য থাকা সত্ত্বেও উক্ত কর কর্তন করা হয়নি। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উৎসে মূসক কর্তন না করায় দাবিকৃত ব্যয় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৩০(এএ) ধারা অনুযায়ী অনুমোদনযোগ্য নয়, বিধায় মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।

করদাতা কোম্পানী কর্তৃক প্রদর্শিত স্থানীয় নীট বিক্রয় ১১৯৮,৭৫,৮৬,৩৮৩/- টাকা এবং বিক্রয়ের বিপরীতে মূসক দাবি করা হয়েছে ১৮২,৬৭,৩৬,১২২/- টাকা। নীট বিক্রয়ের বিপরীতে ১৫% হারে মূসক পরিমাণ দাঁড়ায় ১৭৯,৮১,৩৭,৯৫৭/- টাকা। সেক্ষেত্রে উৎপাদন ও বাণিজ্যিক হিসাব এবং কর নির্ধারণী আদেশে বিক্রয় সমন্বয় বিবরণী পর্যালোচনায় দেখা যায় ব্যাংক রিকনসিলিয়েশনে মূসক বাবদ ১৮২,৬৭,৩৬,১২২/- টাকা বাদ দেয়া হয়েছে। নীট বিক্রয়ের বিপরীতে উক্ত পরিমাণ মূসক প্রযোজ্য নয়। ফলে (১৮২,৬৭,৩৬,১২২ − ১৭৯,৮১,৩৭,৯৫৭) = ২,৮৫,৯৮,১৬৫/- টাকা প্রযোজ্য মূসকের তুলনায় অতিরিক্ত দাবি করা হয়। বিক্রয়ের ক্ষেত্রে উক্ত পরিমাণ মূসক প্রযোজ্য নয় বরং উক্ত পরিমাণ মূসকের ভিত্তিতে বিক্রয়ের পরিমাণ কম প্রদর্শন করা হয়েছে (২,৮৫,৯৮,১৬৫ ÷১৫×১০০)=১৯,০৬,৫৪,৪৩৩/- টাকা। বিক্রয় কম প্রদর্শনের কারণে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৩৩(ই) ধারা অনুযায়ী অন্যান্য উৎসের আয় হিসেবে গণ্য করে মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য ।

ফলাফল ঃ আয়কর কম ধার্য।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ অর্থ মন্ত্রণালয়, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের পত্র নং - ০৮.০০.০০০০..০৪২.০১.০০৬.১৭.২৮-৩৯৯, তারিখ ঃ ৩০/০১/২০১৮ খ্রিঃ এর সর্বশেষ জবাবে জানানো হয় যে, (ক) ডিস্ট্রিবিউশন এক্সপেন্স এর উপর ৭২,৫৪,৪৯২/- টাকা উৎসে ভ্যাট কর্তন করে সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়েছে। (খ) মূসক-১৯ অনুযায়ী স্থানীয় ও রপ্তানি বিক্রয় ১২১৭,৮২,৩৮,৯০১/- টাকার মধ্যে মেয়াদ উত্তীর্ণ বিক্রয় ফেরত ১০,৯৫,৫৩,৯৮১/- টাকা ও কঞ্জুমার প্রমোশন ৮,৫৯,৩০,৪৫১/- টাকা মোট ১৯,৫৪,৮৪,৪৩২/- টাকা অর্ন্তভূক্ত রয়েছে। বিক্রয় ফেরত এর সাথে সম্পর্কিত পণ্যের ভিত্তিমূল্যের উপর বিধি মোতাবেক ভ্যাট পরিশোধ করা হলেও মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পরে বাজারজাতকৃত পণ্য আসে ফলে উক্ত ভ্যাট সমন্বয় হয় না। অন্যদিকে কঞ্জুমার প্রমোশন এর সাথে সম্পর্কিত পণ্যে ভিত্তিমূল্যের উপর ভ্যাট পরিশোধ করা হলেও প্রকৃত পক্ষে উহা বিক্রয় নয়। ১৯,৫৪,৮৪,৪৩২/- টাকা বাদে প্রকৃত বিক্রয় মূল্য ১১৯৮,৭৫,৮৬,৩৮৩/- টাকা।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত হয়নি কারণ, পরিশিষ্টের (ক) অংশের পরিবহন ঠিকাদারের নিকট হতে উৎসে ভ্যাট জমার সুনির্দিষ্ট চালান পাওয়া যায়নি। পরিশিষ্টের (খ) অংশের আয়কর রির্টনের সাথে দাখিলকৃত বার্ষিক প্রতিবেদনে এবং কর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আয়কর নির্ধারনী আদেশে (আইটি-৮৮) স্থানীয় বিক্রয় ১১৯৮,৭৫,৮৬,৩৮৩/-টাকা (মূসক-১৯ অনুযায়ী) প্রদর্শিত। সুতরাং ১৫% হারে উক্ত পরিমাণ বিক্রয়ের বিপরীতে প্রদেয় ভ্যাট পরিমাণ ১৭৯,৮১,৩৭,৯৫৭/-টাকা। ফলে বিক্রয় কম প্রদর্শিত (২,৮৫,৯৮,১৬৫ ÷ ১৫ × ১০০) = ১৯,০৬,৫৪,৪৩৩/- টাকার উপর আয়কর নিরূপণ ও আদায়যোগ্য।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ আয়কর বাবদ কম ধার্যকৃত টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং - ৫।

শিরোনাম ঃ **আমেরিকান লাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানী, বাংলাদেশ এর অনুমোদন সীমার অতিরিক্ত দাবিকৃত ব্যয় মোট আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ কম প্রদান ১২,২৩,৩৩,৩৬১/- টাকা।**

বিবরণ ঃ কর কমিশনারের কার্যালয়, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা এর ২০১৫-২০১৬ আর্থিক সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে আমেরিকান লাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানী, বাংলাদেশ এর কর নথি ও বার্ষিক নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী ও রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অনুমোদন সীমার অতিরিক্ত দাবিকৃত ব্যয় মোট আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ ১২,২৩,৩৩,৩৬১/- টাকা কম প্রদান করা হয়েছে।

[বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট "৫ (পাঁচ)" দ্রষ্টব্য।]

অনিয়মের কারণ ঃ করদাতা কোম্পানী কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত বার্ষিক প্রতিবেদনের নোট - ২৭ এ Home Office Expenses বাবদ ৬৬,৪২,৩১,৭৮৮/- টাকা ব্যয় দাবি করা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৩০(জি) ধারা অনুযায়ী করদাতা কোম্পানীর প্রদর্শিত প্রকৃত মুনাফার সর্বোচ্চ ১০% হারে অনুমোদনযোগ্য ৪৪,২৭,৪৫,৯২১/- টাকা। সুতরাং অনুমোদন সীমার অতিরিক্ত দাবিকৃত ব্যয় ২২,১৪,৮৫,৮৬৭/- টাকা বিয়োজন অনুমোদনযোগ্য নয়। যা কোম্পানীর অন্যান্য আয় হিসাবে মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।

বার্ষিক প্রতিবেদনের নোট - ১৬.৪ Employees Gratuity Fund খাতে বিবেচ্য বর্ষে প্রভিশন করা হয় ৯,৭১,৬৭,০৪৬/- টাকা এবং পরিশোধিত দেখানো হয় ৩,০৮,০৯,৭১০/- টাকা। ফলে ভবিষ্যতে পরিশোধের জন্য ৬,৬৩,৫৭,৩৩৬/- টাকা অতিরিক্ত প্রভিশন করা হয়। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ২৯ ধারা অনুযায়ী এ বিয়োজন অনুমোদনযোগ্য নয় বিধায় মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।

ফলাফল ঃ আয়কর কম প্রদান।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ অর্থ মন্ত্রণালয়, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের পত্র নং - ০৮.০০.০০০০..০৪২.০১.০০৬.১৭.২৮-৩৯৯, তারিখ ঃ ৩০/০১/২০১৮ খ্রিঃ এর সর্বশেষ জবাবে জানানো হয় যে, ৮২বিবি ধারায় দাখিলকৃত আয়কর রিটার্নটি অডিটের জন্য অনুমোদন জ্ঞাপন করা হয়েছে। উত্থাপিত আপত্তিসমূহ আইনানুগভাবে বিবেচনাপূর্বক বিধিবদ্ধ সময়সীমার মধ্যে কর মামলাটি নিষ্পত্তি করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ কর মামলা দ্রুত নিষ্পত্তিকরতঃ অডিট আপত্তিকৃত টাকা আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ আয়কর বাবদ কম প্রদানকৃত টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং - ৬।

শিরোনাম ঃ **সিমেক্স সিমেন্ট বাংলাদেশ লিমিটেড কর্তৃক প্রকৃত রাজস্ব প্রাপ্তি অপেক্ষা কম প্রাপ্তি দেখিয়ে নীট লাভ কম দেখানো এবং অননুমোদনযোগ্য খরচ মোট আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ কম প্রদান ২৩,৫৮,৬৩,১৫০/- টাকা।**

বিবরণ ঃ কর কমিশনারের কার্যালয়, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা এর ২০১৫-২০১৬ আর্থিক সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে সিমেক্স সিমেন্ট বাংলাদেশ লিমিটেড এর কর নথি ও বার্ষিক নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী ও রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রকৃত রাজস্ব প্রাপ্তি অপেক্ষা কম প্রাপ্তি দেখিয়ে নীট লাভ কম দেখানো এবং অননুমোদনযোগ্য খরচ মোট আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ ২৩,৫৮,৬৩,১৫০/- টাকা কম প্রদান করা হয়েছে।
[বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট "৬" দ্রষ্টব্য।]

অনিয়মের কারণ ঃ করদাতা কোম্পানী কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত বার্ষিক প্রতিবেদনের নোট - ২১.১ এ মোট স্থানীয় বিক্রয় প্রাপ্তি দেখানো হয় ৩০৪,৯৪,৮৮,৪৬৩/- টাকা। অপর দিকে মূল্য সংযোজন কর কার্যালয়ে দাখিলকৃত ভ্যাট রিটার্নে (মূসক-১৯), জানুয়ারী'২০১৪ হতে ডিসেম্বর'২০১৪ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয় নীট বিক্রয় দেখানো হয় ৩১৬,৫৯,৯০,৬৯৯/- টাকা। ফলে বার্ষিক প্রতিবেদনে বিক্রয় কম প্রদর্শন করা হয় ১১,৬৫,০২,২৩৬/- টাকা। আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত বার্ষিক প্রতিবেদনে কম প্রদর্শিত বিক্রয় এর জি,পি রেশিও ২২.৮৬% হিসেবে ২,৬৬,৩২,৪১১/- টাকা নীট লাভ কম দেখানো হয় যা আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৩৩(ই) ধারা অনুযায়ী অন্যান্য উৎসের আয় হিসেবে গণ্য করে মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।

করদাতা কোম্পানীর ভ্যাট রিটার্নের সাথে জমা ও ভ্যাট রিকনসিলিয়েশনে পার্থক্য ৫,৪৩,২৮,৬০৬/- টাকার বিপরীতে বিক্রয় নির্ণয় করা হয়নি। উক্ত পরিমাণ ভ্যাটের ভিত্তিতে বিক্রয়ের পরিমাণ কম প্রদর্শন করা হয়েছে (৫,৪৩,২৮,৬০৬÷১৫×১০০) = ৩৬,২১,৯০,৭০৭/- টাকা। কম প্রদর্শিত বিক্রয়ের জি,পি রেশিও ২২.৮৬% হিসেবে (৩৬,২১,৯০,৭০৭×২২.৮৬%) = ৮,২৭,৯৬,৭৯৬/- টাকা আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৩৩(ই) ধারা অনুযায়ী অন্যান্য উৎসের আয় হিসেবে গণ্য করে মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।

বার্ষিক প্রতিবেদনের নোট - ২২.১.১ এ ক্লিংকার, ফ্লাইএ্যাশ, স্লেগ এবং জিপসাম ৪টি আইটেমে ক্রয় বাবদ মোট ১৮৪,৪৩,৭০,৩৬২/- টাকা ব্যয় দাবি করা হয়। উল্লিখিত ৪টি আইটেমে আমদানী ব্যতীত স্থানীয়ভাবে ক্রয় হিসাবে বিবেচিত ৫৬,৪৪,৬৫,৫০৭/- টাকা (বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট-৬.১ দ্রষ্টব্য) যার উপর জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং- ০৩/মূসক/২০১৪ তারিখ ঃ ০৫/০৬/২০১৪ খ্রিঃ এর সেবা কোড এস- ০৩৭.০০ অনুযায়ী সেবা মূল্যের উপর ৪% হারে উৎসে মূসক কর্তনযোগ্য এবং আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৫২ উৎসে আয়কর কর্তনযোগ্য। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উৎসে মূসক ও আয়কর কর্তন না করায় দাবিকৃত ব্যয়ের মধ্যে ৫৬,৪৪,৬৫,৫০৭/- টাকা আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৩০(এএ) ধারায় অননুমোদনযোগ্য ব্যয় হিসাবে মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।

ফলাফল ঃ আয়কর কম প্রদান।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ অর্থ মন্ত্রণালয়, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের পত্র নং - ০৮.০০.০০০০..০৪২.০১.০০৬.১৭.২৮-৩৯৯, তারিখ ঃ ৩০/০১/২০১৮ খ্রিঃ এর সর্বশেষ জবাবে জানানো হয় যে, ৮২বিবি ধারায় দাখিলকৃত আয়কর রিটার্নটি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অনুমোদন প্রাপ্তির পর উত্থাপিত আপত্তিসমূহ আইনানুগভাবে বিবেচনাপূর্বক বিধিবদ্ধ সময়সীমার মধ্যে কর মামলাটি নিষ্পত্তি করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ কর মামলা দ্রুত নিষ্পত্তিকরতঃ অডিট আপত্তিকৃত টাকা আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ আয়কর বাবদ কম প্রদানকৃত টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং - ৭।

শিরোনাম ঃ **ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড এর অননুমোদনযোগ্য খরচ মোট আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ কম ধার্য ৭,৪৩,২১,৮৭৭/- টাকা।**

বিবরণ ঃ কর কমিশনারের কার্যালয়, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা এর ২০১৫-২০১৬ আর্থিক সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড এর কর নথি ও বার্ষিক নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী ও রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অননুমোদনযোগ্য খরচ মোট আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ ৭,৪৩,২১,৮৭৭/- টাকা কম ধার্য করা হয়েছে।
[বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট "৭" দ্রষ্টব্য।]

অনিয়মের কারণ ঃ করদাতা কোম্পানী কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত বার্ষিক প্রতিবেদনের নোট - ৩৬ এ কন্ট্রাকচুয়াল সার্ভিস চার্জ বাবদ ২০,০৩,২৫,৪৪৯/- টাকা খরচ দাবি করা হয়। উক্ত খরচটি সংঘটিত হয় করদাতা কোম্পানী কর্তৃক দক্ষ, অদক্ষ জনশক্তি সরাসরি নিয়োগ না করে চুক্তির ভিত্তিতে পণের বিনিময়ে তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে দক্ষ, অদক্ষ জনশক্তি নিয়ে সুনির্দিষ্ট কাজ সম্পাদন করার ফলে দাবিকৃত খরচের উপর জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং- ২৫/মূসক/২০১৩, তারিখ ঃ ০৬/০৬/২০১৩ খ্রিঃ এবং সাধারণ আদেশ নং- ০৩/মূসক/২০১৪, তারিখ ঃ ০৫/০৬/২০১৪ খ্রিঃ এর সেবা কোড এস - ০৭২.০০ অনুযায়ী ১৫% হারে উৎসে মূসক কর্তনযোগ্য ৩,০০,৪৮,৮১৭/- টাকা। কিন্তু কর্তন করা হয়েছে ১,১৮,১০,৯১৬/- টাকা এবং আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৫২ ধারা মোতাবেক উৎসে আয়কর কর্তনযোগ্য। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উৎসে মূসক ১,৮২,৩৭,৯০১/- টাকা কম কর্তন করায় আনুপাতিক হারে দাবিকৃত খরচের (১,৮২,৩৭,৯০১× ১০০÷১৫) = ১২,১৫,৮৬,০০৬/- টাকা অনুমোদনযোগ্য নয়, বিধায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৩০(এএ) ধারা অনুযায়ী মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।

বার্ষিক প্রতিবেদনের নোট - ৩৬ বিজনেস ডেভলপমেন্ট এন্ড প্রমোশনাল এক্সপেন্সেস বাবদ ৬,৪২,১৮,৬৮৭/- টাকা খরচ দাবি করা হয়। আইটি - ৮৮ হতে দেখা যায় যে, উপহার সামগ্রী কাষ্টমারদের প্রদান বাবদ উক্ত অর্থ ব্যয় করা হয়েছে, যা অব্যবসায়িক খরচ হিসেবে গণ্য। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২৯ অনুযায়ী এ ধরনের খরচ হিসাবের ক্ষেত্রে বিয়োজন অনুমোদনযোগ্য নয়, বিধায় কোম্পানীর অন্যান্য আয়ের সাথে যোগযোগ্য।

ফলাফল ঃ আয়কর কম ধার্য।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের পত্র নং - ০৮.০০.০০০০..০৪২.০১.০০৬.১৭.২৮-৩৯৯, তারিখ ঃ ৩০/০১/২০১৮ খ্রিঃ এর সর্বশেষ জবাবে জানানো হয় যে, কন্ট্রাকচুয়াল সার্ভিস চার্জের মধ্যে তিন ধরনের ব্যয় অন্তর্ভূক্ত রয়েছে যার বিপরীতে সর্বমোট ১,৬৬,৩৫,২৭০/- টাকা উৎসে ভ্যাট কর্তন করা হয়েছে। কন্ট্রাকচুয়াল স্টাফ খাতে ব্যয় ৪,৩৬,৯৮,২০০/- টাকা যার উপর উৎসে ভ্যাট কর্তন প্রযোজ্য নয়।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত হয়নি কারণ, পরিশিষ্টের 'ক' অংশের কন্ট্রাকচুয়াল সার্ভিস চার্জ বাবদ পরিশোধিত সমুদয় অর্থের উপর উৎসে মূসক বাবদ ৩,০০,৪৮,৮১৭/- টাকা কর্তনযোগ্য ছিল। উক্ত টাকার মধ্যে কর নির্ধারনী আদেশে ১,১৮,১০,৯১৬/- টাকা কর্তন উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু জবাবে ১,৬৬,৩৫,২৭০/- টাকা কর্তনের বিষয়টি উল্লেখ করা হলেও জমার সমর্থনে কোন চালান প্রেরণ করা হয়নি। এ ছাড়া আপত্তির পরিশিষ্টে বর্ণিত ৭,৪৩,২১,৮৭৭/- টাকা আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ আয়কর বাবদ কম প্রদানকৃত টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং - ৮।

শিরোনাম ঃ **ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর অনুমোদন সীমার অতিরিক্ত দাবিকৃত ব্যয় এবং অননুমোদনযোগ্য খরচ মোট আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ কম ধার্য ৬,৯৫,৬৮,১৭৪/- টাকা।**

বিবরণ ঃ কর কমিশনারের কার্যালয়, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা এর ২০১৫-২০১৬ আর্থিক সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর আয়কর নথি, বার্ষিক নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী ও রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অনুমোদন সীমার অতিরিক্ত দাবিকৃত ব্যয় এবং অননুমোদনযোগ্য খরচ মোট আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ কম ধার্য ৬,৯৫,৬৮,১৭৪/- টাকা ।

[বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট "৮" দ্রষ্টব্য।]

অনিয়মের কারণ ঃ করদাতা কোম্পানী কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত বার্ষিক প্রতিবেদনে নোট - ১৬.০০ Other Liabilities হেডে Incentive Bonus বাবদ ১১৮,৫৮,৯৩,১৫২/- টাকা দায় প্রদর্শন করা হয়। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৩০ (জে) ধারা অনুযায়ী করদাতা কোম্পানীর নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণীর প্রদর্শিত প্রকৃত মুনাফার ১০% হারে এ খাতে অনুমোদনযোগ্য ১০৫,৩১,৭১,২৭৪/- টাকা। সুতরাং অনুমোদন সীমার অতিরিক্ত দাবিকৃত ব্যয় (১১৮,৫৮,৯৩,১৫২ - ১০৫,৩১,৭১,২৭৪) = ১৩,২৭,২১,৮৭৮/- টাকা কোম্পানীর অন্যান্য আয় হিসাবে মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।

বার্ষিক প্রতিবেদনের নোট - ৩৮ ওয়েজেস বাবদ ৪,১১,৯৮,৯৫৯/- টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। উক্ত খরচটি করদাতা কোম্পানী কর্তৃক যে সকল দক্ষ, অদক্ষ জনশক্তি সরাসরি নিয়োগ না করে চুক্তির ভিত্তিতে পণের বিনিময়ে তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে জনশক্তি নিয়ে সুনির্দিষ্ট কাজ সম্পাদন করা হয়। দাবিকৃত খরচের উপর জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং- ২৫/মূসক/২০১৩, তারিখ ঃ ০৬/০৬/২০১৩ খ্রিঃ এবং সাধারণ আদেশ নং- ০৩/মূসক/২০১৪, তারিখ ঃ ০৫/০৬/২০১৪ খ্রিঃ এর সেবা কোড এস - ০৭২.০০ অনুযায়ী ১৫% হারে উৎসে মূসক এবং আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৫২ ধারায় উৎসে আয়কর কর্তনযোগ্য। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উৎসে মূসক ও আয়কর কর্তন করা হয়নি বিধায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৩০(এএ) ধারা অনুযায়ী দাবিকৃত ব্যয় অননুমোদনযোগ্য, যা মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।

ফলাফল ঃ আয়কর কম ধার্য।

অডিটি **প্রতিষ্ঠানের জবাব** ঃ অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের পত্র নং - ০৮.০০.০০০০..০৪২.০১.০০৬.১৭.২৮-৩৯৯, তারিখ ঃ ৩০/০১/২০১৮ খ্রিঃ এর সর্বশেষ জবাবে জানানো হয় যে, Incentive Bonus দাবিকৃত টাকার মধ্যে পূর্ববর্তী কর বর্ষের জের ৪,৫৮,৯৩,১৫২/- টাকা। বিবেচ্য কর বর্ষে দাবিকৃত টাকা ১১৪,০০,০০,০০০/- এর ক্ষেত্রে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৩০(জে) ধারা অনুযায়ী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ ও নিষ্পত্তির বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন। পরিশিষ্টের (খ) অংশের দাবিকৃত আনসার ভিডিপি বেতন ৩০,৯৯,৮৫৫/- টাকা উৎসে ভ্যাট কর্তনের প্রযোজ্যতা নাই। অবশিষ্ট ৩,৮০,৯৯,১০৪/- টাকার উপর উৎসে ভ্যাট কর্তন করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ পরিশিষ্টের 'ক' অংশের জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত হয়নি। কারণ, বার্ষিক প্রতিবেদনের লাভ–ক্ষতি হিসাবে আলোচ্য কর বর্ষে পৃথকভাবে Incentive Bonus বাবদ ১১৪,০০,০০,০০০/- টাকা ব্যয় দাবি প্রদর্শন করা হয়নি ফলে পূর্ববর্তী করবর্ষের ৪,৫৮,৯৩,১৫২/- টাকা দায় বিষয়টি গ্রহণযোগ্য নয়। পরিশিষ্টের 'খ' অংশের ওয়েজেস বাবদ ৪,১১,৯৮,৯৫৯/- টাকার মধ্যে আনসার ভিডিপি বেতন বাবদ ৩০,৯৯,৮৫৫/- টাকা পরিশোধের সমর্থনে কোন প্রমানক এবং ৩,৮০,৯৯,১০৪/- টাকার উপর উৎসে ভ্যাট কর্তনের বিষয়টি উল্লেখ করা হলেও জমার সমর্থনে চালান প্রেরণ করা হয়নি। সুতরাং অডিট আপত্তিকৃত টাকা আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ আয়কর বাবদ কম ধার্যকৃত টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং - ৯।

শিরোনাম ঃ **নোভার্টিস বাংলাদেশ লিমিটেড এর অননুমোদনযোগ্য ব্যয় আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ কম ধার্য ৪,১৮,২০,৫৩৮/- টাকা।**

বিবরণ ঃ কর কমিশনারের কার্যালয়, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা এর ২০১৫-২০১৬ আর্থিক সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে নোভার্টিস বাংলাদেশ লিমিটেড এর কর নথি, বার্ষিক নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী ও রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অননুমোদনযোগ্য ব্যয় আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ ৪,১৮,২০,৫৩৮/- টাকা কম ধার্য করা হয়েছে।
[বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট "৯" দ্রষ্টব্য।]

অনিয়মের কারণ ঃ করদাতা কোম্পানী কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত বার্ষিক প্রতিবেদনে প্রশাসনিক, ফ্যাক্টরী ও সেলিং হেডে এক্সটারনাল সার্ভিসেস বাবদ ১৩,৫১,৬৮,৭৩৬/- টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। দাবিকৃত খরচের উপর জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং- ২৫/মূসক/২০১৩, তারিখ ঃ ০৬/০৬/২০১৩ খ্রিঃ এবং সাধারণ আদেশ নং- ০৩/মূসক/২০১৪, তারিখ ঃ ০৫/০৬/২০১৪ খ্রিঃ এর সেবা কোড এস- ০৭২.০০ অনুযায়ী ১৫% হারে ২,০২,৭৫,৩১০/- উৎসে মূসক কর্তনযোগ্য, কিন্তু কর্তন করা হয়েছে ৭৫,৮৭,০১৫/- টাকা এবং আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৫২ ধারা অনুযায়ী উৎসে আয়কর কর্তনযোগ্য। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উৎসে মূসক ১,২৬,৮৮,২৯৫/- টাকা কম কর্তন করায় আনুপাতিক হারে দাবিকৃত খরচের (১,২৬,৮৮,২৯৫×১০০÷১৫)= ৮,৪৫,৮৮,৬৩৩/- টাকা অননুমোদনযোগ্য বিধায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৩০(এএ) ধারা অনুযায়ী মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।

প্রশাসনিক, ফ্যাক্টরী ও সেলিং হেডে স্টেশনারী ও অফিস সাপ্লাইজ বাবদ মোট ৩,৭৩,১১,৯৯৫/- টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। আইটি - ৮৮ হতে দেখা যায় কিছু নগদে ও কিছু সাপ্লাইয়ারদের মাধ্যমে ক্রয় করা হয়েছে। যার উপর জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং-০৩/মূসক/২০১৪, তারিখ ঃ ০৫/০৬/২০১৪ খ্রিঃ এর সেবা কোড এস - ০৩৭.০০ অনুযায়ী সেবা মূল্যের উপর ৪% হারে উৎসে মূসক কর্তনযোগ্য ১৪,৯২,৪৮০/- টাকা কিন্তু কর্তন করা হয়েছে ৯৮,৮২১/- টাকা। উল্লিখিত সাধারণ আদেশের অনুচ্ছেদ নং-২(২) "যোগানদার" সেবার সংজ্ঞায় অন্যবিধভাবে শব্দের অর্থ হলো- যে ভাবেই ক্রয় করা হোক না কেনো, অর্থাৎ নগদে ক্রয়ের ক্ষেত্রে যে কোনো মূল্যে ক্রয় করা হলে তা যোগানদার সেবার অন্তর্ভুক্ত হবে, তাই এসব ক্ষেত্রে উৎসে মূসক কর্তন করতে হবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উৎসে মূসক বাবদ ১৩,৯৩,৬৫৯/- টাকা কম কর্তন করায় দাবিকৃত খরচের আনুপাতিক হারে (১৩,৯৩,৬৫৯ ×১০০÷৪) = ৩,৪৮,৪১,৪৭৫/- টাকা অননুমোদনযোগ্য যা আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৩০(এএ) ধারা অনুযায়ী মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।

ফলাফল ঃ আয়কর কম ধার্য।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ অর্থ মন্ত্রণালয়, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের পত্র নং - ০৮.০০.০০০০..০৪২.০১.০০৬.১৭.২৮-৩৯৯, তারিখ ঃ ৩০/০১/২০১৮ খ্রিঃ এর সর্বশেষ জবাবে জানানো হয় যে, ১২০ ধারায় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে, নিষ্পত্তির বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ জবাব স্বীকৃতিমূলক। ১২০ ধারায় গৃহীত কার্যক্রম দ্রুত নিষ্পত্তি করে অডিট আপত্তিতে জড়িত টাকা আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ আয়কর বাবদ কম ধার্যকৃত টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং - ১০।

শিরোনাম ঃ **সাউথ ইষ্ট ব্যাংক লিমিটেড এর অননুমোদনযোগ্য খরচ মোট আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ কম ধার্য ৪,২৫,৯৩,৪৬১/- টাকা।**

বিবরণ ঃ কর কমিশনারের কার্যালয়, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা এর ২০১৫-২০১৬ আর্থিক সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে সাউথ ইষ্ট ব্যাংক লিমিটেড এর কর নথি ও বার্ষিক নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী ও রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অননুমোদনযোগ্য খরচ মোট আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ ৪,২৫,৯৩,৪৬১/- টাকা কম ধার্য করা হয়েছে। [বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট "১০" দ্রষ্টব্য।]

অনিয়মের কারণ ঃ বার্ষিক প্রতিবেদনের নোট - ৫৭ এ সিকিউরিটি এন্ড ক্লিনিং সার্ভিস বাবদ ১১,১৭,৭৬,১৫১/- টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। উক্ত খরচের উপর জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং - ২৫/মূসক/২০১৩, তারিখ ঃ ০৬/০৬/২০১৩ খ্রিঃ এবং সাধারণ আদেশ আদেশ নং - ০৩/মূসক/২০১৪, তারিখ ঃ ০৫/০৬/২০১৪ খ্রিঃ উক্ত খরচ দুইটি "সিকিউরিটি সার্ভিস" সেবা কোড এস - ০৪০.০০ অপরটি "মানব সম্পদ সরবরাহ বা ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান" সেবা কোড এস-০৭২.০০ উক্ত সেবা কোডের আওতাভুক্ত বিধায় দাবিকৃত খরচের উপর উল্লিখিত আদেশ অনুযায়ী উভয় সেবার ক্ষেত্রে পরিশোধিত সমুদয় অর্থের ওপর ১৫% হারে উৎসে মূসক কর্তনযোগ্য ১,৬৭,৬৬,৪২৩/- টাকা, কিন্তু কর্তন করা হয়েছে ৭,৯৩,৮৭৪/- টাকা। ফলে কম কর্তন করা হয়েছে (১,৬৭,৬৬,৪২৩ - ৭,৯৩,৮৭৪) = ১,৫৯,৭২,৫৪৮/- টাকা। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উৎসে মূসক কম কর্তন করায় দাবিকৃত খরচের আনুপাতিক হারে (১,৫৯,৭২,৫৪৮×১০০÷১৫) = ১০,৬৪,৮৩,৬৫৩/- টাকা অননুমোদনযোগ্য যা আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৩০(এএ) ধারা অনুযায়ী মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।

ফলাফল ঃ আয়কর কম ধার্য।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের পত্র নং - ০৮.০০.০০০০..০৪২.০১.০০৬.১৭.২৮-৩৯৯, তারিখ ঃ ৩০/০১/২০১৮ খ্রিঃ এর সর্বশেষ জবাবে জানানো হয় যে, সিকিউরিটি এন্ড ক্লিনিং সার্ভিস চার্জের মধ্যে তিন ধরনের ব্যয় অন্তর্ভূক্ত রয়েছে Misc. Contractual Service IT বাবদ ২৪,৯৪,০৫৪/- টাকার ৪.৫% হারে ১,০৭,৩৯৯.৪৫ টাকা, Security Service বাবদ ৫,৩২,২৬,৩২৫/- টাকার উপর ১৫% হারে ৬৯,৪২,৫৬৪.১৭ টাকা এবং Cleaning Materials বাবদ ৪,৩৫,৪৮,৮১১.৬৫ টাকার ৪% হারে উৎসে মূসক কর্তন করা হয়েছে ১৬,৭৪,৯৫৪.২৪ টাকা সর্বমোট ৮৭,২৪,৯১৮.৯১ টাকা উৎসে মূসক কর্তন করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত হয়নি কারণ, বার্ষিক প্রতিবেদনের লাভ-ক্ষতি হিসাবে সিকিউরিটি এন্ড ক্লিনিং সার্ভিস খাতে ১১,১৭,৭৬,১৫১/- টাকা ব্যয় প্রদর্শন করা হয়েছে। Misc. Contractual Service IT, Cleaning Materials নামে কোন খাত উল্লেখ নাই। সুতরাং পরিশোধিত সমূদয় অর্থের উপর উল্লিখিত সাধারণ আদেশ মোতাবেক উৎসে মূসক বাবদ ১,৬৭,৬৬,৪২৩/- টাকা কর্তনযোগ্য ছিল। উক্ত টাকার মধ্যে কর নির্ধারনী আদেশে ৭,৯৩,৮৭৪/- টাকা কর্তন উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু জবাবে ৮৭,২৪,৯১৮.৯১ টাকা কর্তনের বিষয়টি উল্লেখ করা হলেও জমার সমর্থনে কোন চালান প্রেরণ করা হয়নি। অতএব, অডিট আপত্তিতে জড়িত টাকা আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ আয়কর বাবদ কম প্রদানকৃত টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং - ১১।

শিরোনাম ঃ **মেঘনা সিমেন্ট মিলস লিমিটেড এর অননুমোদনযোগ্য খরচ মোট আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ কম ধার্য ৩,৭৩,৩৫,২৭৩/- টাকা ।**

বিবরণ ঃ কর কমিশনারের কার্যালয়, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা এর ২০১৫-২০১৬ আর্থিক সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে মেঘনা সিমেন্ট মিলস লিমিটেড এর কর নথি ও বার্ষিক নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী ও রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অননুমোদনযোগ্য খরচ মোট আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ ৩,৭৩,৩৫,২৭৩/- টাকা কম ধার্য করা হয়েছে।

[বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট "১১" দ্রষ্টব্য।]

অনিয়মের কারণ ঃ করদাতা কোম্পানী কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত বার্ষিক প্রতিবেদনের নোট - ২৬ এ কাঁচামাল ক্রয় বাবদ ২৭৩,৬১,৫৫,৭২১/- টাকা ব্যয় দাবি করা হয়। নোট - ২৬.১: ক্লিংকার এবং স্লেগ আমদানী ব্যতীত স্থানীয়ভাবে ক্রয় হিসাবে বিবেচিত ১৪,৯৩,৪১,০৯২/- টাকা (বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট-১১.১ দ্রষ্টব্য) যার উপর জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং - ০৩/মূসক/২০১৪, তারিখ ঃ ০৫/০৬/২০১৪ খ্রিঃ এর "যোগানদার" সেবা কোড এস - ০৩৭.০০ অনুযায়ী সেবা মূল্যের উপর ৪% হারে উৎসে মূসক কর্তনযোগ্য এবং আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫২ অনুযায়ী উৎসে আয়কর কর্তনযোগ্য। উল্লিখিত সাধারণ আদেশের অনুচ্ছেদ নং - ২(২) "যোগানদার" সেবার সংজ্ঞায় অন্যবিধভাবে শব্দের অর্থ হলো- যে ভাবেই ক্রয় করা হোক না কেনো, অর্থাৎ নগদে ক্রয় করার ক্ষেত্রে যে কোনো মূল্যে ক্রয় করা হলে তা যোগানদার সেবার অন্তর্ভুক্ত হবে, তাই এসব ক্ষেত্রে উৎসে মূসক কর্তন করতে হবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উৎসে মূসক ও আয়কর কর্তন না করায় দাবিকৃত ব্যয়ের মধ্যে ১৪,৯৩,৪১,০৯২/- টাকা আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৩০(এএ) ধারায় অননুমোদনযোগ্য ব্যয় হিসাবে মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।

ফলাফল ঃ আয়কর কম ধার্য।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ অর্থ মন্ত্রণালয়, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের পত্র নং - ০৮.০০.০০০০..০৪২.০১.০০৬.১৭.২৮-৩৯৯, তারিখ ঃ ৩০/০১/২০১৮ খ্রিঃ এর সর্বশেষ জবাবে জানানো হয় যে, ১২০ ধারায় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে, নিষ্পত্তির বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ জবাব স্বীকৃতিমূলক। ১২০ ধারায় গৃহীত কার্যক্রম দ্রুত নিষ্পত্তি করে অডিট আপত্তিতে জড়িত টাকা আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ আয়কর বাবদ কম ধার্যকৃত টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং - ১২।

শিরোনাম ঃ **আকিজ সিমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড এর অনুমোদন সীমার অতিরিক্ত দাবিকৃত ব্যয় মোট আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ কম ধার্য ২,০০,৭৫,৮৬০/- টাকা।**

বিবরণ ঃ কর কমিশনারের কার্যালয়, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা এর ২০১৫-২০১৬ আর্থিক সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে আকিজ সিমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড এর কর নথি ও বার্ষিক নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী ও রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অনুমোদন সীমার অতিরিক্ত দাবিকৃত ব্যয় মোট আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ ২,০০,৭৫,৮৬০/- টাকা কম ধার্য করা হয়েছে।

[বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট "১২" দ্রষ্টব্য।]

অনিয়মের কারণ ঃ করদাতা কোম্পানী কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত বার্ষিক প্রতিবেদনের নোট - ১৫: বিজনেস প্রমোশনাল এন্ড মার্কেটিং খরচ বাবদ ৭,৮৫,৮২,২৬৫/- টাকা দাবি করা হয়। পণ্য বিক্রয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রত্যেক ডিলারকে বিনামূল্যে পণ্য প্রদান করা হয়েছে যা পণ্যের মূল্যভিত্তি ঘোষণাপত্র মূসক-১ এর অন্তর্ভুক্ত। উক্ত খরচটি বিনামূল্যে নমুনা বিতরণ হিসাবে বিবেচিত বিধায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এফ)(iv) বিধি ৬৫(সি) অনুযায়ী বার্ষিক প্রতিবেদনের প্রদর্শিত টার্ণওভারের প্রথম ৫ কোটি টাকা পর্যন্ত ১.৫% হারে, পরবর্তী ১০ কোটি টাকার উপর ০.৭৫% হারে এবং অবশিষ্ট টাকার উপর ০.৩৭৫% হারে সর্বমোট ২,১২,২২,৬৬৬/- টাকা অনুমোদনযোগ্য। সুতরাং অনুমোদন সীমার অতিরিক্ত দাবিকৃত ব্যয় (৭,৮৫,৮২,২৬৫-২,১২,২২,৬৬৬) = ৫,৭৩,৫৯,৫৯৯/- টাকা মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।

ফলাফল ঃ আয়কর কম ধার্য।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ অর্থ মন্ত্রণালয়, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের পত্র নং - ০৮.০০.০০০০..০৪২.০১.০০৬.১৭.২৮-৩৯৯, তারিখ ঃ ৩০/০১/২০১৮ খ্রিঃ এর সর্বশেষ জবাবে জানানো হয় যে, বিক্রয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকার উপহার সামগ্রী ডিলাদের মাধ্যমে খুচরা ক্রেতাকে পণ্য ক্রয়ে উদ্ধুদ্ধ করার জন্য প্রদান করা হয়। দাবিকৃত ব্যয় সম্পূর্ণরূপে যাচাইযোগ্য না হওয়ায় ডিসিটি কর্তৃক উক্ত দাবি হতে ২,৪০,০০,০০০/- টাকা অগ্রাহ্য করা হয়। অন্যদিকে অডিট আপত্তিতে দাবিকৃত ব্যয় বিনামূল্যে নমুনা বিতরণ হিসেবে বিবেচনাপূর্বক উল্লেখ করে আয়কর বিধি ৬৫(সি) ধারা অনুযায়ী ব্যয় অনুমোদনযোগ্য হিসেবে উল্লেখ করা হয়। করদাতা কোম্পানীর ব্যবসার ধরন/প্রকৃতি বিবেচনায় উক্ত বিধি অনুযায়ী আইনানুগভাবে ব্যয় অনুমোদন/ বিবেচনার সুযোগ নাই।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত হয়নি কারণ, আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এফ) (iv) এবং বিধি ৬৫(সি) অনুযায়ী ২০১৫-১৬ কর বর্ষে করদাতা কোম্পানীর ব্যবসার ধরন অনুয়ায়ী উল্লিখিত বিধি প্রযোজ্য ছিল বিধায় অনুমোদন সীমার অতিরিক্ত দাবিকৃত ব্যয় মোট আয়ের সাথে যোগ করে আয়কর নিরূপণ ও আদায়যোগ্য।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ আয়কর বাবদ কম ধার্যকৃত টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং - ১৩।

শিরোনাম ঃ **যমুনা ব্যাংক লিমিটেড এর অনুমোদন সীমার অতিরিক্ত দাবিকৃত ব্যয় মোট আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ কম প্রদান ২,০৭,৮৯,৩৮৭/- টাকা ।**

বিবরণ ঃ কর কমিশনারের কার্যালয়, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা এর ২০১৫-২০১৬ আর্থিক সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে যমুনা ব্যাংক লিমিটেড এর কর নথি ও বার্ষিক নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী ও রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অনুমোদন সীমার অতিরিক্ত দাবিকৃত ব্যয় মোট আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ ২,০৭,৮৯,৩৮৭/- টাকা কম প্রদান করা হয়েছে।

[বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট "১৩" দ্রষ্টব্য।]

অনিয়মের কারণ ঃ করদাতা কোম্পানী কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত বার্ষিক প্রতিবেদনে নোট - ১৩.০০ Other Liabilities হেডে Provision for Incentive Bonus বাবদ ১৯,৬০,০০,০০০/- টাকা প্রদর্শন করা হয়। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৩০(জে) ধারা অনুযায়ী করদাতা কোম্পানীর নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণীর প্রদর্শিত মুনাফার ১০% হারে অনুমোদনযোগ্য (১৮৪,৭৩,৬৮,৮৬৩ × ১০%)= ১৮,৪৭,৩৬,৮৮৬/- টাকা। সুতরাং অনুমোদন সীমার অতিরিক্ত দাবি (১৯,৬০,০০,০০০ - ১৮,৪৭,৩৬,৮৮৬)= ১,১২,৬৩,১১৪/- টাকা কোম্পানীর অন্যান্য আয় হিসাবে মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।

এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট - ২৫ Gratuity খাতে ১১,৩৫,০০,০০০/- টাকা খরচ দাবি করা হয়। চলতি কর বর্ষে পরিশোধিত ৮,০০,০০,০০০/- টাকা। ভবিষ্যতে পরিশোধের জন্য ৩,৩৫,০০,০০০/- টাকা Provision করা হয়, যা আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ২৯ ধারা অনুযায়ী বিয়োজন অনুমোদনযোগ্য নয়, বিধায় মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।

ফলাফল ঃ আয়কর কম প্রদান।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ অর্থ মন্ত্রণালয়, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের পত্র নং - ০৮.০০.০০০০..০৪২.০১.০০৬.১৭.২৮-৩৯৯, তারিখ ঃ ৩০/০১/২০১৮ খ্রিঃ এর সর্বশেষ জবাবে জানানো হয় যে, ৮২বিবি ধারায় দাখিলকৃত আয়কর রিটার্নটি অডিটের জন্য অনুমোদন জ্ঞাপন করা হয়েছে। উত্থাপিত আপত্তিসমূহ আইনানুগভাবে বিবেচনাপূর্বক বিধিবদ্ধ সময়সীমার মধ্যে কর মামলাটি নিষ্পত্তি করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ কর মামলা দ্রুত নিষ্পত্তিকরতঃ অডিট আপত্তিতে জড়িত টাকা আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করে ফলাফল নিরীক্ষা অফিসকে জানানো আবশ্যক।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ আয়কর বাবদ কম প্রদানকৃত টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং - ১৪।

শিরোনাম ঃ **মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড এর অনুমোদন সীমার অতিরিক্ত দাবিকৃত ব্যয় মোট আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ কম প্রদান ২,২০,৫৩,২৬৪/- টাকা।**

বিবরণ ঃ কর কমিশনারের কার্যালয়, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা এর ২০১৫-২০১৬ আর্থিক সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড এর কর নথি ও বার্ষিক নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী ও রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, এর অনুমোদন সীমার অতিরিক্ত দাবিকৃত ব্যয় মোট আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ ২,২০,৫৩,২৬৪/- টাকা কম প্রদান করা হয়েছে।

[বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট "১৪" দ্রষ্টব্য।]

অনিয়মের কারণ ঃ করদাতা কোম্পানী কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত বার্ষিক প্রতিবেদনে নোট - ২৭: ইনসেনটিভসহ বোনাস বাবদ খরচ দাবি করা হয় ৪০,৫৪,৬৭,৮০০/- টাকা এবং মূল বেতন বাবদ খরচ দাবি করা হয় ৭২,৮৯,০২,৮৫৩/- টাকা, উহার ভিত্তিতে মাসিক বেতন দাঁড়ায় (৭২,৮৯,০২,৮৫৩ ÷ ১২)= ৬,০৭,৪১,৯০৪/- টাকা। মাসিক বেতনের ভিত্তিতে দুইটি উৎসব বোনাস বাবদ প্রকৃত খরচ দাঁড়ায় (৬,০৭,৪১,৯০৪×২)=১২,১৪,৮৩,৮০৮/- টাকা। অবশিষ্ট (৪০,৫৪,৬৭,৮০০-১২,১৪,৮৩,৮০৮)= ২৮,৩৯,৮৩,৯৯২/- টাকা ইনসেনটিভ বোনাস হিসাবে বিবেচিত। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৩০জে ধারা অনুযায়ী কোম্পানীর নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণীতে প্রদর্শিত মুনাফার ১০% হারে ইনসেনটিভ বোনাস অনুমোদনযোগ্য (২২৮,৮৫,০৮,৩৩৩ × ১০%)= ২২,৮৮,৫০,৮৩৩/- টাকা। সুতরাং অনুমোদন সীমার অতিরিক্ত দাবি (২৮,৩৯,৮৩,৯৯২ - ২২,৮৮,৫০,৮৩৩) = ৫,৫১,৩৩,১৫৯/- টাকা কোম্পানীর অন্যান্য আয় হিসাবে মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।

ফলাফল ঃ আয়কর কম প্রদান।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ অর্থ মন্ত্রণালয়, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের পত্র নং - ০৮.০০.০০০০..০৪২.০১.০০৬.১৭.২৮-৩৯৯, তারিখ ঃ ৩০/০১/২০১৮ খ্রিঃ এর সর্বশেষ জবাবে জানানো হয় যে, ৮২বিবি ধারায় দাখিলকৃত আয়কর রিটার্নটি অডিটের জন্য অনুমোদন জ্ঞাপন করা হয়েছে। উত্থাপিত আপত্তিসমূহ আইনানুগভাবে বিবেচনাপূর্বক বিধিবদ্ধ সময়সীমার মধ্যে কর মামলাটি নিষ্পত্তি করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ কর মামলা দ্রুত নিষ্পত্তিকরতঃ অডিট আপত্তিতে জড়িত টাকা আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ আয়কর বাবদ কম প্রদানকৃত টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং - ১৫।

শিরোনাম ঃ **সানোফি এভেনটিস (বাংলাদেশ) লিমিটেড এর অনুমোদন সীমার অতিরিক্ত ব্যয় মোট আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ কম প্রদান ৯৭,৩৫,৫৩৪/- টাকা।**

বিবরণ ঃ কর কমিশনারের কার্যালয়, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা ২০১৫-১৬ আর্থিক সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে সানোফি এভেনটিস (বাংলাদেশ) লিমিটেড এর কর নথি, বার্ষিক নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী ও রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অনুমোদন সীমার অতিরিক্ত ব্যয় মোট আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ ৯৭,৩৫,৫৩৪/- টাকা কম প্রদান করা হয়েছে।

[বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট "১৫" দ্রষ্টব্য।]

অনিয়মের কারণ ঃ করদাতা কোম্পানী কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত বার্ষিক প্রতিবেদনে নোট - ৩১.২ এ- সেলস্ ফোর্স ইনসেনটিভ বাবদ ৬,১৯,৮০,২৫৫/- টাকা ব্যয় দাবি করা হয়। করদাতা কোম্পানীর নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণীর প্রদর্শিত প্রকৃত মুনাফা ৩৪,১৯,৩০,১৫৮/- টাকা, যার উপর আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৩০(জে) ধারা অনুযায়ী ১০% হারে এ খাতে অনুমোদনযোগ্য (৩৪,১৯,৩০,১৫৮×১০%)= ৩,৪১,৯৩,০১৬/- টাকা। সুতরাং অনুমোদন সীমার অতিরিক্ত দাবি (৬,১৯,৮০,২৫৫-৩,৪১,৯৩,০১৬)= ২,৭৭,৮৭,২৩৯/- টাকা কোম্পানীর অন্যান্য আয় হিসাবে মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।

ফলাফল ঃ আয়কর কম প্রদান।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ অর্থ মন্ত্রণালয়, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের পত্র নং - ০৮.০০.০০০০..০৪২.০১.০০৬.১৭.২৮-৩৯৯, তারিখ ঃ ৩০/০১/২০১৮ খ্রিঃ এর সর্বশেষ জবাবে জানানো হয় যে, ৮২বিবি ধারায় দাখিলকৃত আয়কর রিটার্নটি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অনুমোদন প্রাপ্তির পর উত্থাপিত আপত্তিসমূহ আইনানুগভাবে বিবেচনাপূর্বক বিধিবদ্ধ সময়সীমার মধ্যে কর মামলাটি নিষ্পত্তি করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ কর মামলা দ্রুত নিষ্পত্তিকরতঃ অডিট পর্যবেক্ষণে জড়িত টাকা আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ আয়কর বাবদ কম প্রদানকৃত টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং - ১৬।

শিরোনাম	ঃ	**সিটি ব্যাংক এন,এ এর অননুমোদনযোগ্য খরচ মোট আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ কম ধার্য ৬৬,৯৬,০০৭/- টাকা ।**
বিবরণ	ঃ	কর কমিশনারের কার্যালয়, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা এর ২০১৫-২০১৬ আর্থিক সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে সিটি ব্যাংক এন,এ এর ২০১৪-১৫ কর সনের নথি ও বার্ষিক নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী ও রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অননুমোদনযোগ্য খরচ মোট আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ কম ধার্য ৬৬,৯৬,০০৭/- টাকা । [বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট "১৬" দ্রষ্টব্য।]
অনিয়মের কারণ	ঃ	করদাতা কোম্পানী কর্তৃক রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত বার্ষিক প্রতিবেদনের নোট - ২৭. এ আউটসোর্স কন্ট্রাক্ট স্টাফ কস্ট বাবদ ৭,৮৪,৪৩,৩৮৯/- টাকা খরচ দাবি করা হয় এর মধ্যে বিবেচ্য কর বর্ষে পরিশোধ ৭,০৩,৭৮,৩৪১/- টাকা। উক্ত খরচটি করদাতা কোম্পানী কর্তৃক যে সকল দক্ষ, অদক্ষ জনশক্তি সরাসরি নিয়োগ না করে চুক্তির ভিত্তিতে পণের বিনিময়ে তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে জনশক্তি নিয়ে সুনির্দিষ্ট কাজ সম্পাদন করে থাকে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং - ০৭/মূসক/২০১২, তারিখ ঃ ০৭/০৬/১২ খ্রিঃ এবং সাধারণ আদেশ নং - ২৫/ মূসক/ ২০১৩, তারিখ ঃ ০৬/০৬/২০১৩ খ্রিঃ এর সেবা কোড এস - ০৭২.০০ অনুযায়ী ১৫% হারে ১,০৫,৫৬,৭৫১/- টাকা উৎসে মূসক কর্তনযোগ্য, কিন্তু কর্তন করা হয়েছে ৮১,৯৩,৪৫১/- টাকা এবং আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৫২ ধারা উৎসে আয়কর কর্তনযোগ্য। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উৎসে মূসক (১,০৫,৫৬,৭৫১-৮১,৯৩,৪৫১)=২৩,৬৩,৩০০/- টাকা কম কর্তন করায় আনুপাতিক হারে দাবিকৃত খরচের (২৩,৬৩,৩০০×১০০÷১৫)= ১,৫৭,৫৫,৩৩৩/- টাকা অননুমোদনযোগ্য বিধায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৩০(এএ) ধারা অনুযায়ী মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।
ফলাফল	ঃ	আয়কর কম ধার্য।
অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব	ঃ	অর্থ মন্ত্রণালয়, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের পত্র নং - ০৮.০০.০০০০..০৪২.০১.০০৬.১৭.২৮-৩৯৯, তারিখ ঃ ৩০/০১/২০১৮ খ্রিঃ এর সর্বশেষ জবাবে জানানো হয় যে, দাবিকৃত ব্যয়ের মধ্যে অত্র সনে পরিশোধ ৭,০৬,৪৩,৪২৪/- টাকা, অবশিষ্ট ৭৫,২৬,২১৯/- টাকা কন্ট্রাক্ট স্টাফ খাতে ভ্যাট প্রযোজ্য নয়। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে ৬,৩১,১৭,২০৫/- টাকা পরিশোধের বিপরীতে ৮২,৯৫,৫০৩/- টাকা ভ্যাট কর্তন করা হয়েছে।
নিরীক্ষা মন্তব্য	ঃ	জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত হয়নি কারণ, আলোচ্য কর বর্ষে পরিশোধিত টাকার উপর উৎসে মূসক কর্তনযোগ্য ১,০৫,৫৬,৭৫১/- টাকার স্থলে ৮২,৯৫,৫০৩/- টাকা কর্তন উল্লেখ করা হলেও জমার সমর্থনে কোন চালান প্রেরণ করা হয়নি। ফলে অডিট আপত্তিতে জড়িত টাকা আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।
নিরীক্ষার সুপারিশ	ঃ	আয়কর বাবদ কম প্রদানকৃত টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং - ১৭।

শিরোনাম	ঃ	**মেঘনা লাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড এর অননুমোদনযোগ্য খরচ মোট আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ কম ধার্য ৫৪,১৮,০৭৫/- টাকা।**
বিবরণ	ঃ	কর কমিশনারের কার্যালয়, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা এর ২০১৫-২০১৬ আর্থিক সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে মেঘনা লাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড এর কর নথি ও বার্ষিক নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী ও রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অননুমোদনযোগ্য খরচ মোট আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ ৫৪,১৮,০৭৫/- টাকা কম ধার্য করা হয়েছে। [বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট "১৭" দ্রষ্টব্য।]
অনিয়মের কারণ	ঃ	করদাতা কোম্পানী কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত বার্ষিক প্রতিবেদনে নোট - ২২ এক্সপেন্সেস অব ম্যানেজমেন্ট হেডে প্রাইজ এন্ড কনটেস্ট বাবদ ১,৩৯,৪৫,১৮৭/- টাকা খরচ দাবি করা হয়। আইটি - ৮৮ হতে দেখা যায় যে, প্রাইজ এন্ড কনটেস্টে পুরস্কার, গিফট, ভ্রমণ প্যাকেজ প্রভৃতি প্রদান করা হয়েছে যা অব্যবসায়িক খরচ হিসেবে গণ্য। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ২৯ ধারা অনুযায়ী এ ধরনের খরচ হিসাবের ক্ষেত্রে বিয়োজন অনুমোদনযোগ্য নয় বিধায় কোম্পানীর অন্যান্য আয়ের সাথে যোগযোগ্য।
ফলাফল	ঃ	আয়কর কম ধার্য।
অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব	ঃ	অর্থ মন্ত্রণালয়, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের পত্র নং - ০৮.০০.০০০০..০৪২.০১.০০৬.১৭.২৮-৩৯৯, তারিখ ঃ ৩০/০১/২০১৮ খ্রিঃ এর সর্বশেষ জবাবে জানানো হয় যে, ব্যবসার পরিধি বৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধরণের প্রনোদনা যেমন ঃ পুরস্কার, গিফট, ভ্রমণ প্যাকেজ ইত্যাদি প্রদান করে থাকে যা করাদেশ পর্যালোচনায় দেখা যায়।
নিরীক্ষা মন্তব্য	ঃ	জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত হয়নি কারণ, আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ২৯ ধারা অনুযায়ী পুরস্কার, গিফট, ভ্রমণ প্যাকেজ ইত্যাদি বাবদ ব্যয় অনুমোদনের কোন সুযোগ নাই।
নিরীক্ষার সুপারিশ	ঃ	আয়কর বাবদ কম ধার্যকৃত টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং - ১৮।

শিরোনাম	ঃ	**কন্টিনেন্টাল ইন্সুরেন্স লিমিটেড এর অননুমোদনযোগ্য খরচ মোট আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ কম ধার্য ৫৪,৯৯,৮১৯/- টাকা।**
বিবরণ	ঃ	কর কমিশনারের কার্যালয়, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (LTU Tax), ঢাকা এর ২০১৫-২০১৬ আর্থিক সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে কন্টিনেন্টাল ইন্সুরেন্স লিমিটেড এর কর নথি ও বার্ষিক নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী ও রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অননুমোদনযোগ্য খরচ মোট আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ ৫৪,৯৯,৮১৯/- টাকা কম ধার্য করা হয়েছে। [বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট "১৮" দ্রষ্টব্য।]
অনিয়মের কারণ	ঃ	করদাতা কোম্পানী কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত বার্ষিক প্রতিবেদনে নোট - ২০ ম্যানেজমেন্ট এক্সপেন্সেস হেডে প্রিন্টিং বাবদ ২০,০২,৭২২/- টাকা খরচ দাবি করা হয়। যার উপর জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং - ২৫/মূসক/২০১৩, তারিখ ঃ ০৬/০৬/২০১৩ খ্রিঃ এবং সাধারণ আদেশ নং - ০৩/মূসক/২০১৪, তারিখ ঃ ০৫/০৬/২০১৪ খ্রিঃ এর সেবা কোড এস - ০৮.১০ অনুযায়ী ১৫% হারে উৎসে ভ্যাট কর্তনযোগ্য ৩,০০,৪০৮/- টাকা, কিন্তু কর্তন করা হয়েছে ১,২৭,৯৩৫/- টাকা। ফলে উক্ত খাতে উৎসে মূসক কম কর্তন করা হয়েছে ১,৭২,৪৭৩/- টাকা। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উৎসে মূসক কম কর্তন করায় আনুপাতিক হারে দাবিকৃত খরচের (১,৭২,৪৭৩×১০০÷১৫)= ১১,৪৯,৮২০/- টাকা অনুমোদনযোগ্য নয় বিধায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৩০(এএ) ধারা অনুযায়ী মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য। ম্যানেজমেন্ট এক্সপেন্সেস হেডে স্টেশনারী বাবদ ১৮,০২,২১৯/- টাকা খরচ দাবি করা হয়, যার উপর জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং - ২৫/মূসক/২০১৩, তারিখ ঃ ০৬/০৬/২০১৩ খ্রিঃ এবং সাধারণ আদেশ নং - ০৩/মূসক/২০১৪, তারিখ ঃ ০৫/০৬/২০১৪ খ্রিঃ এর সেবা কোড এস - ০৩৭.০০ অনুযায়ী ৪% হারে উৎসে ভ্যাট কর্তনযোগ্য, কিন্তু কর্তন করা হয়নি। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উৎসে মূসক কর্তন না করায় দাবিকৃত ব্যয় অনুমোদনযোগ্য নয় বিধায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৩০(এএ) ধারা অনুযায়ী মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য। বার্ষিক প্রতিবেদনের নোট - ০৯ এ ইনসেনটিভ বোনাস বাবদ পেয়েবল প্রদর্শন করা হয়েছে ১,০০,০২,৪৯২/- টাকা। বিবেচ্য বর্ষে ব্যয় দাবি ৭২,০০,০০০/- টাকা। এ খাতে পূর্ববর্তী আয় বর্ষে দায় ছিল ৮৬,০০,০০০/- টাকা। সুতরাং বিবেচ্য বর্ষে পরিশোধ (৮৬,০০,০০০+ ৭২,০০,০০০ - ১,০০,০২,৪৯২) = ৫৭,৯৭,৫০৮/- টাকা। কিন্তু আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত ২৬৫ জনের বেতন ভাতাদি বিবরণীতে ইনসেনটিভ বোনাস পরিশোধ প্রদর্শন করা হয়নি। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৩০(ই) ধারা এড়ানোর উদ্দেশ্যে ইনসেনটিভ বোনাস বেতন বিবরণীতে প্রদর্শন করা হয়নি যা অস্তিত্ব বিহীন খরচ বিধায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ১৯(১) ধারা অনুযায়ী মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।
ফলাফল	ঃ	আয়কর কম ধার্য।
অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব	ঃ	অর্থ মন্ত্রণালয়, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের পত্র নং - ০৮.০০.০০০০..০৪২.০১.০০৬.১৭.২৮-৩৯৯, তারিখ ঃ ৩০/০১/২০১৮ খ্রিঃ এর সর্বশেষ জবাবে জানানো হয় যে, পরিশিষ্ট ক ও খ ক্রমিকের বর্ণিত আপত্তির প্রেক্ষিতে নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ১২০ ধারায় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে যা প্রক্রিয়াধীন। পরিশিষ্টে (গ) বিষয়টি পৃথকভাবে আলোচনাপূর্বক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
নিরীক্ষা মন্তব্য	ঃ	পরিশিষ্টের ক ও খ ক্রমিকে বর্ণিত আপত্তির স্বীকৃতিমূলক জবাব প্রদান করা হলেও ক্রমিক (গ) এর বিপরীতে গৃহীত কার্যক্রমের কপি প্রেরণ করা হয়নি বিধায় অডিট আপত্তিতে জড়িত টাকা আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক ।
নিরীক্ষার সুপারিশ	ঃ	আয়কর বাবদ কম ধার্যকৃত টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং - ১৯।

শিরোনাম	ঃ	**মদিনা সিমেন্ট ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড কর্তৃক নীট আয়ের উপর নির্ধারিত হারের চেয়ে কম হারে আয়কর নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ ২৯,২৬,০৫২/- টাকা কম প্রদান।**
বিবরণ	ঃ	কর কমিশনারের কার্যালয়, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা এর ২০১৫-১৬ আর্থিক সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে মদিনা সিমেন্ট ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড এর কর নথি, বার্ষিক নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী ও রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, মদিনা সিমেন্ট ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড কর্তৃক নীট আয়ের উপর নির্ধারিত হারের চেয়ে কম হারে আয়কর নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ ২৯,২৬,০৫২/- টাকা কম প্রদান করা হয়েছে। [বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট "১৯" দ্রষ্টব্য।]
অনিয়মের কারণ	ঃ	করদাতা কোম্পানী মদিনা সিমেন্ট ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড এর আয়কর নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, মদিনা সিমেন্ট ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিডেট নন-পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানী এর ক্ষেত্রে অর্থ আইন, ২০১৫ এর ধারা ৬৫ তফসিল - ২ এ নির্দিষ্ট কর হার অনুয়ায়ী ২০১৫-১৬ কর বছরে নন-পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানী (স্টক এক্সচেঞ্জের তালিকাভুক্ত নয় এমন কোম্পানী) হিসেবে মোট আয়ের উপর ৩৫% হারে আয়কর ধার্য ও আদায়যোগ্য, কিন্তু এক্ষেত্রে তা পরিপালন করা হয়নি।
ফলাফল	ঃ	আয়কর কম প্রদান।
অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব	ঃ	অর্থ মন্ত্রণালয়, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের পত্র নং - ০৮.০০.০০০০..০৪২.০১.০০৬.১৭.২৮-৩৯৯, তারিখ ঃ ৩০/০১/২০১৮ খ্রিঃ এর সর্বশেষ জবাবে জানানো হয় যে, ৮২বিবি ধারায় দাখিলকৃত আয়কর রিটার্নটি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অনুমোদন প্রাপ্তির পর উত্থাপিত আপত্তিসমূহ আইনানুগভাবে বিবেচনাপূর্বক বিধিবদ্ধ সময়সীমার মধ্যে কর মামলাটি নিষ্পত্তি করা হবে।
নিরীক্ষা মন্তব্য	ঃ	কর মামলা দ্রুত নিষ্পত্তিকরতঃ অডিট আপত্তিতে জড়িত টাকা আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।
নিরীক্ষার সুপারিশ	ঃ	আয়কর বাবদ কম প্রদানকৃত টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

(আবুল কালাম আজাদ)
মহাপরিচালক
স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর।